# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ফেব্রুয়ারি ২০০৮/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ‘ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য’ একটি মিথ্যা বিভাজন- বান কি-মুন
* নতুন লক্ষ লক্ষ স্কুল-শিক্ষার্থীদের ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ মোকাবেলা করতে প্রচারনায় জাতিসংঘ।
* জলবায়ুর পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে জোরদার করতে সরকারসমূহ ও বিজ্ঞানীদের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান
* আফগান ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমন বন্ধ করতে জাতিসংঘের আহ্বান
* নেপালের জনগণকে অব্যর্থ সহযোগিতার জন্য ভারতকে বান কি-মুনের অভিনন্দন

## ‘ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য’ একটি মিথ্যা বিভাজন- বান কি-মুন

৮ ফেব্রুয়ারি- আজ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে এক সরকারি সফরে মহাসচিব বান কি-মুন বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ভ্রান্ত ধারনার ফলে সৃষ্ট বিরোধীতা অবসানের আহবান জানান।

শিকাগোতে শিকাগো ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যদের সাথে এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে জনাব বান বলেন,“ অন্যদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশ্ববাসীর আরও ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করা উচিত।” তিনি আরও বলেন,“ এমন ধারনা পোষণ করা হয় যে, পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্ব দু’প্রান্তে অবস্থান করছে। এই অমুলক যোগসুত্রের অবসান ঘটানোর জন্য আমাদের সবার চেষ্টা করা উচিত।”

তিনি গত মাসে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত Alliance of Civilizations এর বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরত্ব আরোপ করেন। স্পেনের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত দু’দিনের এই সভায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রচার মাধ্যম, করপোরেট ও চলচিত্র শিল্পের নির্বাহিগণ এবং তৃণমুল ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী জাতিগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভ্রান্ত ধারনাসমুহ অবসানের জন্য ২০০৫ সালে শুরু জাতিসংঘ উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই বৈঠকে ঘোষণাকৃত পদক্ষেপসমুহের মধ্যে বিশ্ব যুব কর্মসংস্থানের জন্য শেইখ মেজাহ্ বিন নাসের আল মিসেডের ১০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ছিল অন্যতম, যার উদ্দেশ্য ছিল সরকার ও গুরুত্বপুর্ণ বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে কাছাকাছি নিয়ে আসা।

Alliance of Civilizations শিরোনামে এই ফোরাম শত বিলিয়ন ডলারের একটি মিডিয়া তহবিলের সুচনা করেছে। যেটি চলচিত্র নির্মাণ এবং সরবরাহে সহায়তা করবে; যার উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র বিনোদন নয় বরং এর মাধ্যমে একঘেয়েমী দুর করা ও বোঝাপড়ার উন্নয়ন ঘটানো।

এছাড়াও Alliance of Civilizations এর নিকাশঘর (clearinghouse) প্রতিষ্ঠা করা হয় যা প্রচার মাধ্যম সংক্রান্ত শিক্ষার সাথে সংশি-ষ্ট এবং আন্তসাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত সংলাপের ক্ষেত্রে যুব পরিচালিত কার্যক্রমকে সহায়তা করার জন্য যুব কর্মসংস্থান তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জনাব বান আজ বলেন,“জাতিভেদ নির্বিশেষে সবাইকে একত্রিত করে সমাজ হতে উগ্রবাদ দমনের এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ।”
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, “আমাদের উচিত এই পদক্ষেপসমুহকে আরও জোরদার করা।”

## নতুন লক্ষ লক্ষ স্কুল-শিক্ষার্থীদের ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ মোকাবেলা করতে প্রচারনায় জাতিসংঘ

৭ ফেব্রুয়ারি- সারা বিশ্বের প্রায় ৬০ মিলিয়ন শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে যায়। তাদেরকে সাহায্য করতে আজ জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচী (WFP) বিশ্বব্যাপী তহবিল সংগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধির একটি নতুন প্রচারণা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেছে।

এ সংস্থার মতে, ক্ষুধার চাহিদাটুকুই মেটাতে অক্ষম মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা তুলনামুলক ভাবে অকার্যকর।

(Fill the Cup) পেয়ালাটি পুর্ণ করুন শীর্ষক এই নতুন উদ্দ্যোগের উদ্দেশ্য হল সর্বোতভাবে বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে এই শূণ্য পেয়ালাটি পুর্ণ করা যার মাধ্যমে এসব শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবা প্রদান ও একটি সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা যাবে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচী (WFP) এর মতে, সারা বিশ্বের ৫৯ মিলিয়ন ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিদ্যালয়গামী শিশুকে খাদ্য সরবরাহ করতে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। অন্যদিকে আফ্রিকার চরম অভাবগ্রস্থ ৪৫টি দেশের ২৩ মিলিয়ন শিশুদের খাওয়াতে প্রয়োজন হবে ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাত্র ০.২৫ ডলার ব্যয় করলে একটি শিশুকে কিছু পুডিং ,চাল ও শস্য প্রদান করা যায় এবং মেয়েরা তাদের এক মাসের খাদ্য সামগ্রী বাড়িতে নিয়ে

যেতে পারে।
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) এর নির্বাহী পরিচালক জোসেট শিরানে বলেন,‘এই চাহিদার পরিমানটা যেমন বিশাল সাহায্য করার সামর্থও তেমনি বড়। আমরা যদি এই কার্যক্রমে মাত্র এক ইউরো (১.৫০ ডলার) সাহায্য করি তাহলে তা দিয়ে একটি বিদ্যালয়গামী শিশুর এক সপ্তাহের খাবারের ব্যবস্থা হবে।’ তিনি আরও বলেন খাবার শুধু শিশুর শিক্ষার বিকাশই ঘটায় না সেই সাথে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
শিরান বলেন, বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন যুবক, বৃদ্ধ, বিদ্যালয়গামী শিশু-কিশোর, ট্রাক চালক, দন্ত চিকিৎসক এবং শিক্ষক প্রমুখ প্রায়ই আমাদের প্রশ্ন করেন যে কিভাবে তারা বিশ্বের ক্ষুধার্ত শিশুদের সাহায্য করতে পারে। তাদের জন্য আমাদের উত্তর এই প্রচারনায় অংশ নিয়ে তারা এটা করতে পারে।
উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য একটি প্রধান খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থা হল বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP)। আফগানিস্থান থেকে সোমালিয়া পর্যন্ত প্রায় ২০ মিলিয়ন শিশু দিনে মাত্র ০.২৫ ডলার ব্যয়ে WFP এর বিদ্যালয় খাদ্য সরবরাহের সুবিধা পায়।
এ বছর FIFA এর বর্ষসেরা খেলোয়াড় কাকা WFP এর সাথে এই প্রচারণায় যৌথবভাবে কাজ করছেন। WFP কাকাকে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্মসুচীর দুত নিয়ুক্ত করেছে। ব্রাজিলের অধিবাসী কাকা বলেন,‘আমি এমন একটি দেশে বাস করি যেখানে ক্ষুধা যে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাঁধাগ্রস্থ করে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমর কাছে রয়েছে। তাই বিশ্বের সকল ফুটবল অনুরাগী এবং অন্যান্য সকলকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে Fill the Cup কর্মসূচীতে সাহায্য করতে আহ্বাণ জানাতে পেরে আমি খুবই গর্বিত।’
এই প্রচারনায় আরও অংশ নিচ্ছেন ঘানার রাষ্টপতি এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রধান জন আগেকুম ফুফুর এবং মিলানের মেয়র লেটিজিয়া মোরাতি প্রমুখ।
WFP হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক কার্যক্রম সংস্থা, যা এ বছর সারা বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশের ৭০ মিলিয়নের বেশি মানুষের খাদ্য সরবরাহ করবে।

## জলবায়ুর পুর্বাভাস ব্যবস্থাকে জোরদার করতে সরকারসমুহ ও বিজ্ঞানীদের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান

**৬ ফেব্রুয়ারি**-জাতিসংঘের পৃষ্টপোষকতায় ২৪টি সংস্থার অংশগ্রহণে জলবায়ু সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অংশগ্রহণকারিগন জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সরকার ও বিজ্ঞানীদের জলবায়ুর পুর্বাভাস প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।
জাতিসংঘ জলবায়ু সংস্থা (WMO) এর মহাসচিব মাইকেল জ্যারাড বলেছেন, ‘বর্তমানে প্রচলিত জলবায়ুর পুর্বাভাস নির্ণয়ের পদ্ধতিকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন এবং এ তথ্যসমূহ সবার জন্য, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমুহের জনগণের জন্য সহজলভ্য করা উচিৎ । বস্তুতপক্ষে, ঋতুর পুর্বাভাস সংক্রান্ত বিজ্ঞানের উন্নয়ন সবারই উপকারে আসবে।’
জাতিসংঘ সমর্থিত বিভিন্ন জলবায়ু পুর্বাভাস কেন্দ্রে উন্নতমানের কম্পিউটার কাঠামো রয়েছে, কিন্তু এগুলোর আরও উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বিশ্ব জলবায়ুর বৈচিত্রময় ও ভয়াবহ দুর্যোগসমুহ আরও ভালোভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব।
জেনেভাতে তিনদিনব্যাপী সমাবেশে আগামী বছর সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
বিগত সম্মেলনগুলো কিছু ঘটনার জন্ম দিয়েছে:
প্রথমত, ১৯৭৯ সালের সম্মেলনের ফলস্বরূপ গত বছরের নোবেল পুরষ্কার বিজয়ীদের ১৯৮৮ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ আন্ত-সরকার প্যানেল (IPCC) গঠন;
দ্বিতীয়ত, ১৯৯০ সালের প্রেরণার পরিণতি ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো সম্মেলন (UNFCCC) প্রতিষ্ঠা।
আগামী বছরের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর পুর্বাভাস ও তার প্রভাব এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
জনাব জ্যারাডের মতে, ‘মানুষ ও জীব বৈচিত্রকে রক্ষায় আগামী ১০ বছর জলবায়ুর পুর্বাভাসসমুহ জানতে কি ধরনের বিজ্ঞানের প্রয়োজন এ সম্মেলনে তা অনুসন্ধান করা হবে।’

## আফগান ক্ষতিগ্রস্থদের সহযোগিতা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমন বন্ধ করতে জাতিসংঘের আহ্বান

**৫ ফেব্রুয়ারি** - জাতিসংঘ কর্মকর্তাবৃন্দ আফগানিস্থানে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণদের খাদ্য, ঔষধ, গরম কাপড় দিয়ে এবং সাম্প্রতিক ভারী তুষারপাত এবং খাবারের উচ্চমুল্য মোকাবেলা করতে যে সব সাহায্যকর্মী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের ওপর সবধরনের আক্রমণ দ্রুত বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
লরিবহরের ওপর হামলা ছাড়াও জাতিসংঘের সাহায্য কার্যক্রমকে ব্যহত করতে আফগানিস্থানের পশ্চিম হেরাত প্রদেশে তিনটি রকেট হামলা চালানো হয় এবং জাতিসংঘ কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকিও প্রদান করা হয়।
আফগানিস্থানে জাতিসংঘ সহযোগিতা মিশন (UNAMA) এর হেরাত অফিসের প্রধান হাসান ইলহাগ সাংবাদিকদের বলেন, “এ ধরনের আক্রমণ অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার- কেননা এর মাধ্যমে আক্রমণকারীরা আমাদের সেই সব পরিবারদের কাছে সাহায্য পৌছাতে বাঁধা দিচ্ছে যাদের সাহায্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।”
গত বছর জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রম (WFP) এর আফগানিস্থানে সহযোগিতা কার্যক্রমের নিয়োজিত কর্মীদের ওপর অপরাধী চক্রের আক্রমণের কারণে ৩৫০,০০০ মার্কিন ডলার মুল্যমানের ৪১০ টন খাদ্য বিনষ্ট হয়।
এসব বাধার পরও WFP ইতিমধ্যেই অতি অভাবগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ৫০০ টনের ওপর খাদ্য সরবরাহ করেছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ শিশু তহবিল

(UNICEF) এবং আর্ন্তজাতিক অভিবসন সংস্থা (IOM) বিভিন্ন পরিবারকে তীব্র শীত মোকাবেলা করতে গরম কাপড় সরবরাহ, আশ্রয় ও উষ্ণতা প্রদান কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে।
২০০৭ সালের শেষ নাগাদ আফগানিস্থানে মানবিককর্মীরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে খুবই কঠোর নিরাপত্তা বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করছে। UNAMA এর মতে এই কারণে জাতিসংঘ তাদের সহযোগিতা কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়েছে।
জনাব ইলহাগ বলেন, "আগামী মাসে আমাদের প্রায় চার মিলিয়ন হতদরিদ্র আফগান জনগণের কাছে ১৪ হাজার টন অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রী পৌছে দিতে হবে। আর আমাদের কর্মচারী ও লরিবহরের জন্য নিরাপদ পথ তৈরি না হলে এসব জনগণকে কষ্ট ভোগ করতে হবে।"
তিনি আরও বলেন, " আমাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, যুদ্ধ এবং রাজনীতির চেয়ে আফগান জনগণের মানবিক সাহায্য সর্বাগ্রে একান্ত প্রয়োজন।"

## নেপালের জনগণকে অব্যর্থ সহযোগিতার জন্য ভারতকে বান কি-মুনের অভিনন্দন

**৩ জানুয়ারি** - জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, নেপালের জনগণকে সহযোগিতা প্রদান এবং দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিসংঘের কার্যক্রমে সমর্থন প্রদানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা পালন করছে।
২৪ জানুয়ারি নেপালে জাতিসংঘের আবাসিক ও মানবিক সমন্বয়কারী জনাব ম্যাথিও কাহেনের মন্তব্যকে জনাব বান কি-মুন সমর্থন জানান। শুক্রবার জনাব বানের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন।
বিবৃতিতে আরও উলে-খ করা হয়, " তাঁর মন্তব্য এই ইঙ্গিত বহন করে না যে, সম্প্রতি নেপালের যে দলটি তেরাই অঞ্চলে খাদ্যের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রীর স্থিতিশীল প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্থ করছে তাদের ওপর ভারতীয় সরকারের প্রভাব রয়েছে।"
"এই অঞ্চলে ভারত হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতিসংঘের প্রতি, বিশেষ করে নেপালের জনগণকে অবিরাম ও দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমরা ভারতকে অভিনন্দন জানাই।"

** ** **